মেহেরপুর সরকারি কলেজে ছাত্রশিবিরের নবীনবরণ অনুষ্ঠান

মেহেরপুর সরকারি কলেজের অনার্স ১ম বর্ষের শিক্ষার্থীদের বরণ করলো ইসলামী ছাত্রশিবির। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় কলেজ কনফারেন্স রুমে জেলা ইসলামী ছাত্রশিবিরের আয়োজনে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইসলামী ছাত্রশিবিরের মেহেরপুর সরকারি কলেজ শাখার সভাপতি কামরুল ইসলাম নাহিদ। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সভাপতি ও কেন্দ্রীয় ব্যবসায় শিক্ষা সম্পাদক গোলাম জাকারিয়া। প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ কে এম নজরুল কবীর।

শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের পরিচালক আল আমিন ইসলাম বকুল, সাবেক ছাত্রশিবির নেতা সোহেল রানা ডলার, জেলা ছাত্রশিবিরের সভাপতি আব্দুস সালাম ও সেক্রেটারি সাইদুর ইসলাম। কোরআন তেলাওয়াত করেন আবু হুসাইন।

এ সময় বক্তারা নবীনদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেন এবং ক্যারিয়ার সম্পর্কে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

গুপ্ত সংগঠনের অপচেষ্টার প্রতিবাদে মেহেরপুরে ছাত্রদলের বিক্ষোভ মিছিল

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে মেহেরপুর জেলা ছাত্রদল বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে। দীর্ঘদিন ধরে গোপন তৎপরতায় অভ্যস্ত একটি গুপ্ত সংগঠন কর্তৃক জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠু পরিবেশ বিনষ্ট এবং

সারাদেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির প্রতিবাদে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লবের নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহণ করেন জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি জুয়েল রানা, মেহেরপুর পৌর ছাত্রদলের সদস্য সচিব জারজীস ইউসুফ রমিক, মেহেরপুর সরকারি কলেজ ছাত্রদলের আহ্বায়ক ফাহিম আহনাফ লিংকন, গাংনী উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব রিপন হোসেন, গাংনী পৌর ছাত্রদলের সদস্য সচিব শিশির আহমেদ শাকিলসহ বিভিন্ন ইউনিটের নেতৃবৃন্দ।

ছাত্রদলের নেতারা অভিযোগ করেন, একটি স্বার্থান্বেষী মহল শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ ধ্বংসের পাঁয়তারা চালাচ্ছে। তারা এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।

জুলাই ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রুপরেখা তৈরি হবে – নাহিদ ইসলাম

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহবায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, ‘১৯৭১ সালে এই মেহেরপুর থেকে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়েছিলো।

সেই ঘোষণাপত্রের বাংলাদেশ বিনির্মাণ হয়। মুজিববাদী সংবিধানের মাধ্যমে মুক্তিযুযেদ্ধর আকাঙ্খাকে নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছিলো। মুক্তিযদ্ধের ৫৪ বছরের সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন হয়নি। ২৪ এর গণঅভুত্থ্যানের মধ্যে দিয়ে আমরা নতুন করে সম্ভাবনা পেয়েছি বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে নতুন করে গড়ে তোলার জন্য। সেই গড়ে তোলার লড়াইয়ে গণঅভুত্থ্যানের মাধ্যমে স্বৈরাচারের পতন হয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি এবার বাংলাদেশকে নতুন করে গড়ে তুলবে। স্বাধীনতার ঘোষনাপত্রে যে আকাঙ্খা ছিল, ২৪ এর গণঅভূত্থ্যানের বৈষম্যহীন বাংলাদেশের আকাঙ্খা ছিল, সেই আকাঙ্খা বাস্তবায়ন করবে

গণঅভুত্থ্যানের নেতৃবৃন্দ। ফলে মেহেরপুর থেকে যে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের ডাক এসেছিলো আমরা চাচ্ছি নতুন করে জুলাইয়ের ঘোষনাপত্র তৈরি করবো। সেই জুলাই ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রুপরেখা তৈরি হবে।’

আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর কলেজ মোড়ে জুলাই অভুত্থ্যানের এক বছর পূর্তিতে সারাদেশে কর্মসূচীর অংশ হিসেবে মেহেরপুরে পদযাত্রা শেষে সংক্ষিপ্ত পথসভায় তিনি এসকল কথা বলেন। মেহেরপুর শহরের শহীদ ড. সামসুজ্জোহা পার্ক থেকে পদযাত্রা করে তাঁরা কলেজ মোড়ে যায়। সেখানে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

পদযাত্রা ও পথসভায় অন্যান্যদের মধ্যে অংশ নেন এনসিপির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম, দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠন হাসনাত আব্দুল্লাহ, ডা. তাসনিম জারা, মুখ্য সমন্বয়ক নাসিরুদ্দিন পাটোয়ারী, মেহেরপুর জেলার যুগ্ম সমন্বয়কারী অ্যাড. শাকিল আহমেদ, সোহেল রানা প্রমুখ।

এদিকে এর আগে কুষ্টিয়ায় পদযাত্রা শেষ করে মেহেরপুরের গাংনী বাজার প্রাঙ্গনে পথসভায় বক্তব্য দেন এনসিপির শীর্ষ নেতারা।

ঝিনাইদহে আম জনতা দলের আহ্বায়ক কমিটির আত্মপ্রকাশ

ঝিনাইদহে আম জনতা দলের পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় দলটির জেলা আহ্বায়ক কমিটির নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। এর আগে গত ৭ মে ঝিনাইদহ জেলা আম জনতা দলের আহ্বায়ক কমিটির অনুমোদন দেয় দলটির কেন্দ্রীয় সংসদ।

সোমবার (১৯ মে) বেলা সাড়ে ১১টায় ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে এ পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন দলটির জেলা কমিটির উপদেষ্ঠা সাবেক অধ্যক্ষ মো. সায়েদুর রহমান, জেলা আম জনতার দলের আহ্বায়ক আব্দুল্লাহ আল নোমান, সদস্য সচিব মো. সৈকত হোসেন।

এর আগে গত ৭ মে আম জনতা দলের ঝিনাইদহ জেলার ১৯৯ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটির অনুমোদনে দেয় দলটির কেন্দ্রীয় সংসদ। কেন্দ্রীয় আম জনতার দলের সভাপতি মিয়া মসিউজ্জামান ও সাধারণ সম্পাদক তারেক রহমান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ কমিটির অনুমোদন দেয়া হয়। আগামী ৬ মাসের জন্য এ কমিটির অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

কমিটিতে সদস্য হিসেবে রয়েছেন, জাহান লিমন, মুসকান রুবাইয়া মীরা, মইনুল হোসেন, রেজাউল ইসলাম, সৈয়দ শরিফুল ইসলাম, তুহিন আলম, মহিদুল ইসলাম, আল মামুন, নাজমুল হাসান জীম, উজ্জল হোসেন, কাশেম আলী, আশাদুল বিশ্বাস প্রমুখ।

সভায় ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি আসিফ ইকবাল কাজল, সাবেক সভাপতি এম রায়হান, সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম লিটন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক নিজাম জোয়ার্দার বাবলু, মাহমুদ হাসান টিপু সহ বিভিন্ন গণমাধ্যমের সংবাদকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

আম জনতা দলের আহ্বায়ক আব্দুল্লাহ আল নোমান বলেন, ভারতীয় আগ্রাসন বিরোধী যেকোন অবস্থান ও আন্দোলনের সঙ্গে আম জনতা দল একসঙ্গে কাজ করবে। সার্বভৌমত রক্ষা, সুশাসন নিশ্চিতকরণ ও বেকারত্ব নিরসনের লক্ষ্যে আমাদের দল কাজ করে যাবে।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে অংশ গ্রহণকারী সকল রাজনৈতিক সংগঠন ও সাধারণ জনগণের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ ভাবে আমরা দেশের জন্য কাজ করতে চাই।

কৃষি ও প্রবাসী আয়ই বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদন্ড

– মনির হায়দার

প্রধান উপদেষ্টার একান্ত সহকারী (ঐকমত্য) সাংবাদিক মনির হায়দার বলেছেন, বাংলাদেশের অর্থনীতির দুটো জায়গাকে অর্থনীতির মেরুদন্ড বলা হয়। একটি আমাদের কৃষি ও অপরটি প্রবাসী আয়। প্রবাসীদের মর্যাদা দেওয়াসহ বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কাজ করছে।

আজ শনিবার (১৭ মে) বেলা ১২ টার দিকে মেহেরপুর শিল্পকলা একাডেমিতে প্রবাসির মেধাবী সন্তানকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, প্রবাসী মৃতের পরিবারকে আর্থিক অনুদান বীমা সুবিধা ও মৃত্যুজনিত চেক বিতরন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন।

ওয়েজ অনার্স কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক ব্যারিস্টার গোলাম সারোয়ার ভূইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই চেক বিতরন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথির বক্তব্য রাখেন, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচীব ড. নেয়ামত উল্যাহ ভূঁইয়া, খুলনা বিভাগীয় কমিশনার মো: ফিরোজ সরকার, মেহেরপুর জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ, মেহেরপুর পুলিশ সুপার মাকসুদা আক্তার খানম পিপিএম প্রমুখ।

সাংবাদিক মনির হায়দার আরও বলেন, অনেকে গামেন্টস শিল্পকে অর্থনীতির চালিকা শক্তি বলে থাকেন। কারন, এই শিল্পেও দেশের প্রায় ৪০/৫০ লক্ষ লোক কাজ করেন। আমাদের গার্মেন্টস শিল্পে ৫০ লক্ষ লোক কাজ করলেও প্রবাসী শ্রমিকের তিন ভাগের এক ভাগ। কারণ, আমাদের প্রায় দেড় কোটি প্রবাসী রয়েছেন। সে বিবেচনায় আমাদের অর্থনীতিতে প্রবাসীদের অবদান কৃষির পরেই।

বৈদেশিক মুদ্রা ছাড়া একটি দেশ চলতে পারেনা উল্লেখ করে মনির হায়দার আরও বলেন, একটি রাস্ট্র চালাতে হলে বিদেশী মুদ্রা বা ডলার লাগে। বৈদেশিক মুদ্রা দুই ভাবে আসে একটি হলো রেমিন্টেস পার্টনার ও বিভিন্ন পণ্য বিদেশে রপ্তানীর মাধ্যমে। গর্মেন্টস সেক্টরে পণ্য রপ্তানি করে ৩৫ বিলিয়ন ডলার আয় হয়। তবে সেখানে বিদেশ থেকে কাঁচামাল আমদানি করতে ৩২ বিলিয়ন ডলার খরচ করতে হয়। তাই গার্মেন্টস সেক্টর থেকে আমাদের অর্থনীতিতে ৩ বিলিয়ন ডলার যোগ হয়। সেখানে প্রবাসীদের থেকে ২৫ বিলিয়ন ডলার আয় পুরোটাই অর্থনীতিতে যুক্ত হয়। সুতরাং প্রবাসীর আয় আমাদের অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি বলেন, অতীতের সরকারগুলো যারা কথা বলেছে, অতীতের সরকার প্রবাসীদের মর্যাদা ও গুরুত্ব দেওয়া নিয়ে অনেক কথা বলেছেন। অথচ, তারা প্রবাসীদের জন্য কোনো কিছুই করেনি। ড. ইউনুস সরকার আসার পর এক মাসের মধ্যেই বিমাবন্দরে প্রবাসীদের জন্য একটি লাউঞ্জ চালু করেছে। সেই লাউঞ্জে প্রবাসীরা যাওয়া এবং আসার সময় বসে বিভিন্ন রকম সেবা পাচ্ছেন।

তিনি আরও বলেন, প্রবাসীদের সমস্যা, সম্ভাবনা ও উন্নয়ন নিয়ে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বর্তমানে প্রবাসীদের সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা ও তাদের মর্যাদাসহ সকল ধরণের কাজ করছে।

এসময় মেহেরপুর জেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা তাজ উদ্দীন খান, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ, জজ্বকোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর সাদ্দাম হোসেন, জেলা বিএনপির নেতা ও আইনজীবি সমিতির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন,জামায়াতের মেহেরপুর জেলা শাখার সেক্রেটারী জেনারেল ইকবাল হোসাইন, বিএনপি নেতা আনোয়ারুল হক কালু, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মেহেরপুর জেলা শাখার সদস্য সচীব মোজাহিদুল ইসলামসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন এলাকার ৫৪ জন প্রবাসী, প্রবাসে গিয়ে মৃত্যু, প্রবাসীদের পরিবারকে বীমার এক কোটি ৯৩ লাখ টাকার চেক হস্তান্তর করা হয়।

মেহেরপুরে মানবাধিকার রক্ষায় দিলারা পারভীনের অনন্য স্বীকৃতি

মেহেরপুর জেলার মানবাধিকার ও সমাজসেবার অঙ্গনে বিশেষ অবদান রাখায় বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী ও বাংলাদেশ তথ্য ও মানবাধিকার ফাউন্ডেশন মেহেরপুর জেলা শাথার সাধারণ সম্পাদক দিলারা পারভীন ‘মানবিক কন্যা’ খেতাবে ভূষিত হয়েছেন।

এটি নিঃসন্দেহে এক গৌরবময় স্বীকৃতি, যা তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা ও মানবিকতার নিদর্শন বহন করে।

বাংলাদেশ তথ্য ও মানবাধিকার ফাউন্ডেশন মেহেরপুর জেলা শাখার আয়োজনে শনিবার (১ মার্চ) বিকেলে শহরের শরীফ আহমেদের আম্র কাননে

এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়।

পৌর কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ মোঃ এনামুল আজিমের সভাপতিত্বে সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডা. আবুল বাশার। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন ব্যবসায়ী মোঃ মশিউর রহমান খান ও সমাজসেবক মোঃ মুক্তার হোসেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ তথ্য ও মানবাধিকার ফাউন্ডেশনের সিনিয়র সাধারণ সম্পাদক শরিফ আহমেদ।

এছাড়াও এসময় সাংবাদিক রফিকুল আলম, মোঃ আজমাইন হোসেন, মেরিয়েন শুভ্রতা, সমাজসেবী নিলুফার ইয়াসমিনউপস্থিত ছিলেন।

এসময় তারা বলেন, যারা মানবাধিকার রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন। মানবতার সেবায় দিলারা পারভীনের এই অবদান শুধু মেহেরপুর নয়, পুরো দেশবাসীর জন্যই অনুপ্রেরণার উৎস। তাঁর এই অর্জন আমাদের মনে করিয়ে দেয়, আত্মনিবেদন ও নিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব।

মেহেরপুর প্রতিদিনের পক্ষ থেকে দিলারা পারভীনকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

গাংনীতে দিনব্যাপি “শান্তি ও সম্প্রীতি সংলাপ, প্রেক্ষিত গাংনী উপজেলা’ অনুষ্ঠিত

“স্থানীয় পর্যায়ে শান্তি-সম্প্রীতি সৃষ্টি করতে বৈষম্যহীন সমাজ, পরমতসহিষ্ণুতা, পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস আর সহযোগিতার কোনো বিকল্প নেই।’

আজ মঙ্গলবার (২৬ নভেম্বর) দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের গাংনী এরিয়া অফিস চত্তরে আয়োজিত “শান্তি ও সম্প্রীতি সংলাপ, প্রেক্ষিত গাংনী উপজেলা’ আয়োজিত শান্তি ও সম্প্রীতি সংলাপে এসব কথা বলেন অংশগ্রহণকারী ভিন্ন রাজনৈতিক দলের বক্তারা।

দি হাঙ্গার প্রজেক্টের সহযোগীতায় পিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপ (পিএফজি) গাংনী উপজেলা শাখা দিনব্যাপি এই সংলাপের আয়োজন করে।

সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) গাংনী শাখার সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোজাম্মেল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সংলাপ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি, গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, জাতীয় কন্যা শিশু এডভোকেসি ফোরামের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি ও পিএফজির উপদেষ্টা সাংস্কৃতিক সংগঠক সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশ জামায়াত ইসলাম’র গাংনী উপজেলা শাখার সূরা সদস্য ও গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইসচেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান সংগ্রাম, সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ও লুৎফুন্নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৈয়দ জাকির হোসেন,বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের প্রতিনিধি মনিরুজ্জামান আতু, মেহেরপুর জেলা যুবদলের সিনিয়র সহসভাপতি আব্দাল হক, সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) গাংনী শাখার সাধারণ সম্পাদক ও করমদি ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক আবু সাদাদ মোহাম্মদ সায়েম পল্টু, মেহেরপুর জেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান লাইলা আরজুমান বানু, গাংনী উপজেলা শাখা জাতীয় পার্টির সভাপতি হাজি আব্দুল লতিফ, বিএনপি নেতা ও গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইসচেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভূট্টো, সিনিয়র সাংবাদিক জুলফিকার আলী কানন, পিএফজির গাংনী উপজেলা শাখার সমন্বয়ক রফিকুল ইসলাম বকুল, বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টির গাংনী উপজেলা শাখার সভাপতি কমরেড হাসেম আলী, গাংনী মডেল মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা জাহিদুর রহমান, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের মেহেরপুর জেলা শাখার সদস্য অশোক চন্দ্র বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লব, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মেহেরপুর জেলা শাখার সদস্য সচিব মোজাহিদুল ইসলাম, যুগ্ম সচিব সাদ্দাম হোসেন, স্থানীয় স্কুল শিক্ষক আকলিমা খাতুন। এছাড়া বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের গাংনী এরিয়া অফিসের সমন্বয়ক হেলাল উদ্দিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত “শান্তি ও সম্প্রীতি সংলাপে” অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, সংস্থার দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের যশোর অঞ্চলের সমন্বয়ক খোরশেদ আলম, যশোর অফিসের

সমন্বয়ক গিয়াস উদ্দীন প্রমুখ।

সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ তুলে ধরে সংলাপ অনুষ্ঠানের বক্তারা আরও বলেন, গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে রাজনৈতিক দলগুলোর স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে শ্রদ্ধা ও ভ্রাত্তত্ববোধ বজায় রাখার কোনো বিকল্প নেই। রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃবৃন্দের মধ্যে শ্রদ্ধা ও ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরী হলে স্থানীয় পর্যায়ে আইনের শাসনও প্রতিষ্ঠিত হবে, এতে বন্ধ হবে সমাজের অস্থিরতা ও সহিংসতা।

তাঁরা আরও বলেন, সমাজের কিছু ধর্মান্ধ নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করতে ভিন্ন ধর্মালম্বীদের ওপর উস্কানি দিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের চেষ্টা করে। এসব উস্কানিদাতাদের চিহিৃত করে সকলে মিলে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। সকল রাজনৈতিক দল, সকল ধর্মের ও শ্রেণী পেশার মানুষের সম-অধিকার, সুযোগের সমতা ও সমমর্যাদা গড়ে তুলতে হবে।

সংলাপে উপস্থিত গাংনী মডেল মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা জাহিদুল ইসলাম ও হিন্দু ধর্মীয় নেতা অশোক চন্দ্র বিশ্বাস উভয়ই বলেন, ‘সব ধর্মের মূল বাণী হচ্ছে মানবকল্যাণ।

সাম্প্রতিক সনাতন ধর্মালম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব “স্বারদীয় দূর্গোৎসব” বাংলাদেশের সংকাবিহীনভাবে পালনের উজ্জল দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে তাঁরা বলেন, এদেশের সকল ধর্মের মানুষ এক সাথে পূজা উৎযাপন করেছে। যা আবহমান বাঙালি সংস্কৃতিতে বিদ্যমান অসাম্প্রদায়িক চেতনা, পারস্পরিক ঐক্য, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তাই আমাদের এই ধর্মীয় মূল্যবোধকে দেশ ও জনকল্যাণে কাজে লাগাতে হবে ।

অনুষ্ঠানে বৈষম্য বিরোধী দুই ছাত্রনেতা মোজাহিদ ও সাদ্দাম হোসেন বলেন, ‘বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আমাদের সংস্কৃতির অনন্য বৈশিষ্ট্য। অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে সমাজে বিদ্যমান সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য অটুট রাখতে হবে।’

আজ বিশ্ব শিশু দিবস

আজ ২০ নভেম্বর বিশ্ব শিশু দিবস পালন করা হয়। বিশ্বজুড়ে শিশুর অধিকার সুরক্ষায় ১৯৮৯ সালের এই দিনে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে শিশু অধিকার কনভেনশন বা সনদ (সিআরসি) গৃহীত হয়। সেই থেকে প্রতিবছর ২০ নভেম্বর বিশ্ব শিশু দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে।

প্রতি বছরই জাতিসংঘ কোনও না কোনও থিম ঠিক করে। জাতিসংঘের বিশেষ সংগঠন ইউনিসেফ বছরভর বিশ্ব জুড়ে শিশুদের জন্য নানা জায়গায় কাজ করে। তারাই এই বছরের থিম ঠিক করেছে।

দিবসটির এ বছরের প্রতিপাদ্য– ‘অন্তর্ভুক্তি, প্রত্যেক শিশুর জন্য’। অর্থাৎ যে কোনো সমাজ, সম্প্রদায় বা জাতীয়তার প্রত্যেক শিশু সমান অধিকারের অধিকারী। এ দিবস বিভিন্ন সভ্যতার শিশুদের মধ্যে বৈষম্য দূর করার ওপরেও জোর দেয়।

বিশেষ এই দিনে ইউনিসেফ শিশুদের সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলো সমাধানে সমর্থন আদায় করে; শিশু অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বাড়ায় এবং প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ করে।

সূত্র: ইত্তেফাক

ঝিনাইদহের গনঅধিকার পরিষদের জনসভায় ভিপি নূর

গনঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুর বলেছেন, যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশে রাজনীতির যে জমিদারী প্রথা চলে আসছে তা ভেঙ্গে ফেলতে হবে। মন্ত্রীর ছেলে মন্ত্রী আর এমপির ছেলে এমপি হবে এটা চলতে দেওয়া হবে না। এজন্য আমরা পরিবর্তনের রাজনীতি নিয়ে মাঠে নেমেছি। আগে আমাদের নিজেদের পরিবর্তন হতে হবে, তারপর দেশের। আগষ্ট বিপ্লবের এই নতুন স্বাধীনতা আমাদের নতুন স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেছে। আমরা আর কোন দেশের দাসত্ব করতে চাই না।

বাংলাদেশ সকল ষড়যন্ত্র মোকাবেল করে সামনের দিকে এগিয়ে যাব।

তিনি বলেন, গত ৫ দশকে যারাই ক্ষমতায় গেছেন তারাই দেশের হাজার হাজার কোটি টাকা আমেরিকা, লন্ডন, কানাডা, মালেশিয়া ও সিঙ্গাপুরে পাচার করে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছিল। ইউনিয়ন পরিষদের চৌকিদার থেকে শুরু করে প্রাইমারী স্কুলের পিয়ন সকলেই দূর্নীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। গনঅধিকার পরিষদ দুর্নীতির মুল উৎপাটন করে সমৃদ্ধশীল দেশ ও জাতি গঠনে মাঠে নেমেছে। নুরুল হক নুরু আজ শনিবার বিকালে ঝিনাইদহ উজির আলী হাইস্কুল মাঠে এক বিরাট গণসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

গত আগষ্ট বিপ্লবে গণঅভ্যুত্থানে নিহত শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ও আহতদের প্রতি সমবেদনা জানাতে ঝিনাইদহ গণাধিকার পরিষদ এই গণসমাবেশের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, সংগঠনের কেন্দ্রীয় সহ শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক ও গনঅধিকার পরিষদের জেলা সভপতি প্রভাষক সাখাওয়াত হোসেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মোঃ রাশেদ খাঁন।

অন্যান্যের মধ্যে সিনিয়র যুগ্ম সাধরন সম্পাদক হাসান আল মামুন, শাকিলউজ্জামান, এ্যাড নূরে এরশাদ সিদ্দিকী, মাজেদুল হক, গোলাম সরোয়ার, জাহিদুর রহমান, তৌফিক শাহরিয়ার খান, রবিউল ইমলাম, খুলনার সাংগঠনিক সম্পাদক আশিক ইকবাল, রাজশাহীর সাংগঠনিক সম্পাদক সুমন কবির, তোফাজ্জেল হোসেন, বরিশালের সাংগঠনিক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক এ্যাড খালিদ হাসান, মুক্তিযুদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা মোক্তারুজ্জাম বেলু, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক বিল্লাল হোসেন, স্থানীয় সরকার বিষয়ক সম্পাদক বরকত আলী বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ঝিনাইদহ জেলা গনঅধিকার পরিষদের সাধরণ সম্পাদক ইকবাল জাহিদ রাজন। নুরুল হক নুরু আরো বলেন, থানার ওসি, ইউএনও, এসপি, ডিসি, সকলেই সাধরণ ছাত্র জনতার রক্তের উপর পা দিয়ে নুতন করে পদায়ন হয়েছে। কাজেই এই কথাটি খেয়াল রেখে আপনাদের কাজ করতে হবে। শহীদদের রক্তের সঙ্গে বেঈমানি করলে কাউকে ছাড়া হবে না।

তিনি বলেন, শেষ সময়ে এসে সাবেক প্রধান মন্ত্রী ফ্যাসিবাদের জননী শেখ হাসিনা মানসিক বিকার গ্রস্থ হয়ে পড়েছিলেন। সে কারনেই তিনি বর্তমান সরকারের প্রধান উপদেষ্ট ড. ইউনুসকে জেলে পাঠাতে

চাইছিলেন। ক্ষমতায় থাকতে খুনি শেখ হাসিনা বলেতেন তিনি নাকি দেশের মানুষকে খাবার দিতেন, ঘরে ঘরে টেলিভিশন দিয়েছেন, হাতে হাতে মোবাইল ফোন দিয়েছেন। এসব কথা বলে তিনি মানসিক রোগীর মত কর্মকান্ড করেছেন। অথচ পালানোর সময় জুতা পর্যন্ত পায়ে দিতে পারেনি। ক্ষমতার লোভে তিনি মানসিক বিকারগ্রস্থ হয়ে পড়েছিলেন। পরিবর্তন ধরে রাখার দায়িত্ব আমাদের সকলের।
ঝিনাইদহের কৃতি সন্তান ও গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মোঃ রাশেদ খাঁন বলেন, আগামী নির্বাচনে আমরা ক্ষমতায় গেলে জেলার চিকিৎসা খাতে উন্নয়ন এবং বেকার শিক্ষিত যুবকদের চাকরী দেওয়ার ব্যাবস্থা করা হবে। প্রতিটা বাড়ি থেকে একজন করে চাকরি পাবেন। দেশে কেউ বেকার থাকবে না।

অনুষ্ঠানে ঝিনাইদহ-২ আসন থেকে আগামী সংসদ নির্বাচন করলে গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মোঃ রাশেদ খাঁনকে ভোট দেওয়ার জন্য আহবান জানান ভিুপ নুর।

বদলির আদেশ পেয়ে তড়িঘড়ি করে ১২ জনকে ভেণ্ডার লাইসেন্স প্রদান

গত ৩০ বছরে মেহেরপুরে ভেণ্ডার লাইসেন্স (জুডিশিয়াল, নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প, টিকিট বিক্রেতা) পেয়েছেন ৫২ জন। তার মধ্যে চলতি ২০২৪-২৫ অর্থ বছরেই পেয়েছেন ১২ জন। আওয়ামী লীগ সরকার পরিবর্তনের পরে বদলির আদেশ পেয়ে এ কাজ করেছেন সদ্য বিদায়ী ডিসি মো: শামীম হাসান।

অভিযোগ পাওয়া গেছে, বিনামূল্যের ভেণ্ডার লাইসেন্স পেতে এ ১২ জনের জনপ্রতি লেগেছে লক্ষাধিক টাকা। ৩০ বছরের রেকর্ড ভেঙে একই বছরে মোটা অংকের অর্থ নিয়ে ১২ জনকে ভেণ্ডার লাইসেন্স দিয়েছেন তিনি। বদলি হওয়ার আগে সুকৌশলে তিনি একাজটি করে মেহেরপুর থেকে বিদায় নিয়েছেন। অথচ বছরের পর বছর আবেদন করেও অনেকেই পাননি লাইসেন্স। এমন আবেদনকারীর সংখ্যাও রয়েছে শতাধিক। এছাড়াও ভেন্ডার লাইসেন্স নবায়ন করতেও এলআরফাণ্ডের নামে নিয়েছেন অতিরিক্ত অর্থ।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

কালের কণ্ঠর প্রতিবেদক । ওলিয়ার জানান, ইউএনও অফিস থেকে আমার ভেরিফিকেশন হওয়ার পরও আমি লাইসেন্স পাইনি। মুজিবনগর থেকে একজন লাইসেন্স পেয়েছেন ৮০ হাজার টাকা দিয়ে। আমি কারো সাথে যোগাযোগ করিনি বলে আমার লাইসেন্স হয়নি। তিনি আরও বলেন, একশ’র বেশি আবেদন জমা পড়ে রয়েছে এখনও।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছিুক পুরাতন একজন ভেণ্ডার প্রতিবেদককে বলেন, একেকজনের প্রায় লক্ষাধিক টাকা লেগেছে লাইসেন্স পেতে। তাকে নতুন লাইসেন্স পাওয়া একজন জানিয়েছেন। তার কথা মত এ অর্থবছরে নিবন্ধন পাওয়া একজনের সাথে বসেছিলেন এ প্রতিবেদক কিছুটা গোপনিয়তা রক্ষা করেন। সাংবাদিক পরিচয় দিলে কথা বলতে না চাওয়ায় কৌশলে নতুন লাইসেন্স পাওয়া ওই ব্যক্তির সাথে বসা হয় লাইসেন্স কিভাবে পেতে হয় তা জানতে। কথোপকথনের এক পর্যায়ে তিনি বলেন, আবেদন করে যোগাযোগ করলে লাইসেন্স পাওয়া যায়। ডিসির এল আর ফান্ডে বেশ কিছু টাকা জমা দিতে হয়। তিনিও সেখানে টাকা জমা দিয়েছেন। গত ৫ সেপ্টেম্বর তারিখ দিয়ে জেলা প্রশাসকের সাক্ষর করা লাইসেন্স তিনি পেয়েছেন ১৭ সেপ্টেম্বর। তবে কত দিয়েছেন এ প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন ভালোই দিয়েছি। প্রশ্ন করা হয় বিভিন্ন জনের মাধ্যমে জানা যাচ্ছে ৮০ হাজার থেকে এক লক্ষ টাকা লেগেছে, আপনারও কি এই পরিমান লেগেছে, জবাবে তিনি বলেন, আমার একটু কম লেগেছে।

মেহেরপুর জেলা জজ কোর্টের আইনজীবী আল মামুন অনল বলেন, ভেণ্ডার লাইসেন্স ডিসিরা তাদের ক্ষমতায় দেন। তবে একই অর্থবছরে এর আগে এতজন লাইসেন্স পাননি। এবছর এতজনকে লাইসেন্স দেওয়ার পেছনে অনৈতিক দূরভিসন্ধি রয়েছে এটা ধরে নেওয়ায় যায়। সরকার পরবর্তিনের পর সাবেক জেলা প্রশাসক বদলি হওয়ার আগে অতি গোপনে এতজনকে লাইসেন্স দিয়ে গেছেন। এর সুষ্ঠ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

এ বিষয়ে সাবেক জেলা প্রশাসন মো: শামীম হাসানের সাথে মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করে কথা না বলে কেটে দেন। পরে আবার ফোন দেওয়া হলে তিনি রিসিভ করেননি।